Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.40-55
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয় মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব বিচার

পবিত্র দাস
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো কানো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Acharya Ramkishor's Mishras Vidyottamakalidasiya epic can be said in the context of how useful it is as a modern epic. Compared with the definition of the epic of eastern poetics, it can be seen that the composition, heroism, rasnirupan, ryming, besides the content of the epic is not imagined by the poet. The subject of an epic poem will be based on a historical event or a biography of a great person. All the above features are available here. There are three types of Mangalacharan in epics–Benedictory, Salutation and object directive. In this Vidyottamakalidasiya epic, salutation is performed. In addition of all there descriptions, Western perspective. There the poet has maintained the modern epic even if we look at the content of the epic from the point of view of character portrayal etc. what is said here above all in the context of the epic poem is the narrative of the marriage story of the great man Kalidas and his wife Vidyottama.
Keywords: Rasa, Sarga, Mahakavya, Guna, Chandas, Kavya, Mangalacharana

ভূমিকা: পণ্ডিত রামকিশোর মিশ্র প্রণীত 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যটি যে এক আদর্শ সমাজ স্বীকৃত মহাকাব্য, তা প্রকৃতরূপে মহাকাব্য কিনা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। পণ্ডিত মিশ্র মহাশয় সামাজিক আখ্যানে ও কাব্যিক উপাদানের চমৎকারিত্বের সমন্বয়ে মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। এখানে কবি স্বরূপ, কাব্য স্বরূপ, কাব্যভেদ, কাব্যিক স্বরূপ, কাব্যিক স্বাতন্ত্র্যর প্রতি যথাযথা যত্ন নেওয়া হয়েছে। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্য একটি আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্যের চমৎকার স্থান দখল করে আছে। আধুনিক মহাকাব্যের সাহিত্য অনুশীলন পূর্বক নিম্নলিখিত বৈশিষ্টাবলি বিদ্যমান-

১. আধুনিক মহাকাব্যটি সংস্কৃত প্রাচীন মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক বেশি প্রস্ফুটিত ও প্রাপ্ত সর্বজন গ্রহণীয়।
২. আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্যের অধিকাংশই সমাজের প্রথম শ্রেণীর (রাজপরিবার) চিত্রিত হয়েছে।
৩. আধুনিক মহাকাব্যের মূল বিষয় আলোচনার সাথে সাথে বিলাস, বৈভব এবং আধুনিক সমাজিক ব্যবস্থা অতোপ্রতো ভাবে জড়িত পাশাপাশি সাহিত্যিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৪. পাণ্ডিত্যের বিভিন্ন শাখা, কল্পনার অদ্ভূত রূপ, দর্শনের বিভিন্ন নীতি, বিভিন্ন শিল্পকলা এবং আধুনিক মহাকাব্যে ব্যাকরণের সূক্ষ্ম ইত্যাদির সামগ্রিকতা দৃশ্যমান।

'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যে উপস্থাপিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বাস্তব প্রয়োগ করা হয়েছে। মহাকাব্যের অন্তর্গত শব্দ ও রচনা খুবই সহজ এবং প্রবীণ। প্রস্তুত মহাকাব্যে কাশীরাজ কন্যা বিদ্যোত্তমা ও কালিদাসের দাম্পত্য প্রেম তথা বিবাহপূর্বের কাহিনী সম্বন্ধিত বিষয় রয়েছে। এছাড়া মহাকাব্যের ভাবভাষা নারী চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এর ব্যতিরেক রস, অলংকারাদি প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃত মহাকাব্যের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও অভিরমতা সার্বজনীনভাবে প্রশংসিত। কাব্য মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। মানুষের বিবেক ও মানবতার ঐশ্বরিক প্রতীক। এটি একটি সাধারণ দর্শন নয় বরং সংবেদনের বাইরে এক অনন্য অনুভূতির স্পন্দন। কাব্য সৌন্দর্যতা শিল্পী অর্থাৎ কবির শৈল্পিক অলংকরণ। একজন কবি একজন সাধারণ মানুষ নন, একজন অন্তর্দৃষ্টি, একজন চিন্তাবিদ এবং একজন স্রষ্ঠা। এমতাবস্থায় কবিত্ব সর্বসুলভ হবে এটা কিভাবে সম্ভব ?[1] মহাকবিত্বের আলোচনা অনন্য, যিনি অলৌকিক মূর্তির অধিকারী, যার বাচনভঙ্গিতে রয়েছে নিরন্তর জীবনী শক্তি, যিনি সার্বজনীন সৌন্দর্যকে মুছে দিতে সক্ষম, তিনিই একমাত্র মহান কাব্যের মহিমান্বিত পদকে শোভন করতে পারেন।[2] প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্যগুলি কেবল এই ধরণের মহান কবিদের চিত্র ও কল্পনা থেকে আবির্ভূত হয়।

কাব্যের মূলে শুধু কাব্যের আনন্দই নিহিত নয়, একটি মহৎ আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লেখক ও কবিগণ নিয়োজিত থাকেন।[3] এই উদ্দেশ্যে তাকে সমস্ত গুণাবলীতে সমৃদ্ধ একটি উদার চরিত্র অবলম্বন করতে হবে।

প্রাচীন যুগ থেকে মহাকাব্যের ধারায় আমরা যেভাবে দেখে আসছি সমাজের প্রথম শ্রেণীর সমস্ত অবলম্বনে তথা তার বৈবাহিক জীবন প্রসঙ্গে ২১ অঙ্কে রচনা করেছেন 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যটি। এই মহাকাব্যের রচনাকার আধুনিক কবি আচার্য রামকিশোর মিশ্র।

মহাকাব্য ধারায় বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয় মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব-

কবি পরিচিতি: প. আচার্য রামকিশোর মিশ্র প্রণীত সামাজিক শৃঙ্গার রসাত্মক মহাকাব্য হল এই 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যটি। এই মহাকাব্যে কবি নিজের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত তথা বংশ পরিচয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রচীন মহাকাবিগণ মহাকাব্যাদি গ্রন্থ লেখার সময় সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু আধুনিক মহাকাব্যে কবি নিজের সকল গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ করে থাকেন। পণ্ডিত রামকিশোর মিশ্র মহাশয় 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যে তার নিজের পরিচয় উল্লেখ করেছেন-

भारत उत्तरप्रदेश एटाजनपदे-सोरं नगरे,
बाणग्रहनिधिचन्द्रे(1665) विक्रमसंवत्सरे बुद्धिमान्।
होतिलालकलावतीगृहे भारद्वाजगोत्रजे
मिश्रशासिते ब्राह्मणवंशे शिशुरेकः प्रभूतवान्।।1
एतद्दिनं फाल्गुने शुक्ले षष्ठीतिथिशनिवारः
येन सुखी सञ्जातो हर्षयुतोऽस्य मिश्रपरिवार।

1 সাহিত্যদর্পণ, পৃ.11.
2 ধন্যালোক ১/৬ তথা কাব্যমীমাংসা "সর্বগুণযোগী মহাকবি পৃ.৪৯
3 সদ্য পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশ যুজে (কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাস) পৃ.১

कलावती प्रातः स्मरणीया शिशोरस्य सा माता,
पञ्चषवर्षशैशवे दैवाद्रुग्णा स्वर्गं याता।।2
रामकिशोरमिश्रनामाऽयं बालः शूकरक्षेत्रे
संस्कृतविद्यालये प्रविष्टः संस्कृतमिह शिक्षितवान्।
जगन्नाथकविकालिदासभारविकविताप्रभावितः
षोडशवर्षावस्थातोऽयं संस्कृतकविताः कृतवान्।।3
दिव्यज्योतिषि संस्कृतसाकेते प्रकाशिताः कविताः
उपन्यासनाटकादिविधासु कविना ग्रन्था रचिताः।
गङ्गासहायश्चन्द्रसहायः फुलसहायो मिश्राः
अस्य त्रयो भ्रातरो लोके लोकैरग्रजा मताः।।5[4]

পরিবার পরিচয়:

डा. आचार्य रामकिशोरमिश्रः, सोरों शूकरक्षेत्रम्(एटा) उ.प्र.।
जन्मतिथि- फाल्गुनशुक्लषष्ठी, शनिवारः,वि.सं. 1665 (25-2-1636)
पिता- श्री होतीलाल मिश्रः।
माता- श्रीमती कलावती मिश्रा।
पत्नी- श्रीमती देवी (सुशीला मिश्रा), एम.ए.(हिन्दीसंस्कृतयोः)
1.पुत्रः-श्री राजेश कुमार मिश्रः,एम.ए.(गणित),बी.एड्।
पुत्रवधूः-श्रीमती श्वेतामिश्रा, एम.ए. (हिन्द्याम्)।
पौत्री- कुमारी सुरभि मिश्रा।
पौत्रः- कार्तिकेय मिश्रः।
2.पुत्रः- श्रीगौरवकुमारमिश्रः, एम.एस-सी. (रसायने), बी.एड.।
पुत्रवधूः- (श्रीमती) अञ्जमिश्रा, एम.ए. (संस्कृत)।
पौत्रः- अभिनवमिश्रः।
पौत्री- कुमारी श्रुतिमिश्रा।
3.पुत्रः- श्रीसौरभकुमारमिश्रः, एम.सी.ए.।
4.पुत्री- प्रतिभामिश्रा, एम.एस्-सी(रसायने) बी.एड्.।
5.जामाता- असीम शर्मा, बी.ई.। दौहत्रः- पार्थः।
6.भ्रात्रीयौ- गोविन्दमिश्रः, विजयकुमारमिश्रः[5]

কবি স্বরূপ বিবেচনের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে রামকিশোর মিশ্র নিজের বংশ পরিচয়, জীবন বৃত্তি এবং নিজের সাহিত্যানুরাগ ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তার সাহিত্য সৃজনের ধারা। উপরোক্ত সকল আলোচনার দ্বারা কবি স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কাব্য স্বরূপ:

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। (साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद)

অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। কবিরাজ বিশ্বনাথ কাব্যের স্বরূপ নিরুপনে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকেই ভিত্তি করেছেন। এই অনুসারে যে বাক্যে মাধুর্যের অনুভূতি হয় বা হৃদয় রস পায়, তাকেই বলে কাব্য। এই ভাবে কাব্য হল সেই সাহিত্য সৃষ্টি যা অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত এবং যেটিতে রসের উপস্থাপনা একটি প্রধান উপাদান হিসাবে উপস্থিত।

[4]विद्योत्तमाकालिदासीय(महाकाव्यम्) कविपरिचायिका
[5] विद्योत्तमाकालिदासीय(महाकाव्यम्)-पृ.-156

কাব্য স্বরূপ সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধর কাব্যমালায় বলেছেন-

রমণীযার্থঃ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। (রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃ. 10)

অর্থাৎ কাব্য হল সেই সাহিত্য সৃষ্টি যা আনন্দদায়ক অর্থের প্রতিফলক। যে কাব্যে প্রতিটি শব্দের সুন্দর অর্থ বেরিয়ে আসে এবং যা আবেগ প্রবণ ও হৃদয়স্পর্শী, কেবল তাকেই কাব্যের শ্রেণীতে রাখা হয়। পন্ডিত রাজ জগন্নাথ কাব্য রচনায় শব্দ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ শব্দ নির্বাচন সৌন্দর্যের সূচক। যেকোন স্থানের জন্য শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে কাব্যের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়।

কাব্য স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট তার কাব্য প্রকাশ গ্রন্থে বলেছেন-

তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি। (কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাস, পৃ.২)

অর্থাৎ দোষ রোহিত ও গুণ যুক্ত শব্দগুচ্ছ হলো কাব্য। তিনি দোষ যুক্ত কাব্যকে অতি নিম্ন স্থান প্রদান করেছেন। এছাড়া অলংকারবিহীন কাব্য কে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন তবে সেক্ষেত্রে শব্দের ও অর্থের উপলব্ধি যথাযথ আকারে হওয়া উচিত। মম্মটাচার্য কাব্যগুণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। মম্মটের মতে কাব্যে যশ প্রাপ্তি, ধর্ম লাভ, ব্যবহার জ্ঞান, অনিষ্ট নিবারণ শান্তি ও আনন্দ তথা স্ত্রীর কোমল উপদেশের মত কাব্যের রূপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি কাব্যকে পুরুষার্থা চতুষ্টয় সাধনের মাধ্যম মনে করেছেন। কাব্যের স্বরূপ আনন্দদায়ক মনে করেছেন। তিনি আরও বলেছেন রসের দ্বারাই কাব্যের আনন্দ বাড়ানো যায়। কাবানন্দকে ব্রহ্মানন্দের ভাই বলা হয়েছে।

কাব্য ভেদ: কাব্যস্বরূপের আধারে কাব্যের দুটি ভাগ করা যায়। শ্রব্য কাব্য এবং দৃশ্য কাব্য। শ্রব্যকাব্যকে পরিভাষিত করতে গিয়ে কুন্তক তাঁর বক্রোক্তিজীবিতম্ গ্রন্থের প্রথম উন্মেষে বলেছেন-

চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্যতদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশচমৎকারী বিতন্যতে।। (বক্রোক্তিজীবিতম্ 1/5)

অর্থাৎ শ্রব্যকাব্য হল চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির মাধ্যম। এছাড়া কাব্যে অনন্ত রস ও অলৌকিকতা উৎপন্ন হয়। শ্রব্যকাব্য দুই প্রকার – রূপাত্মক ও বাস্তবাত্মক।

বিশ্বনাথ কবিরাজ তার সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্। (সা.দ.6-1)

অর্থাৎ অভিনয় যোগ্য কাব্যকে দৃশ্যকাব্য বলা হয়। আচার্য ভামহ বলেছেন-

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বৈযক্ষণ্যং কলাসু চ।
প্রীতিং করোতি কীর্তিং চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্।। (কাব্যলংকার. প্রথম.পরি.2)

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে রূপক অন্তর্গত। আচার্য ধনঞ্জয় দশরূপক গ্রন্থে রূপকের ১০ প্রকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলেছেন -

নাটকং সপ্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যয়োগসমবকারৌ বিথ্যংকেহামৃগা ইতি।। (দশরূপক প্রথম প্র./ 8)

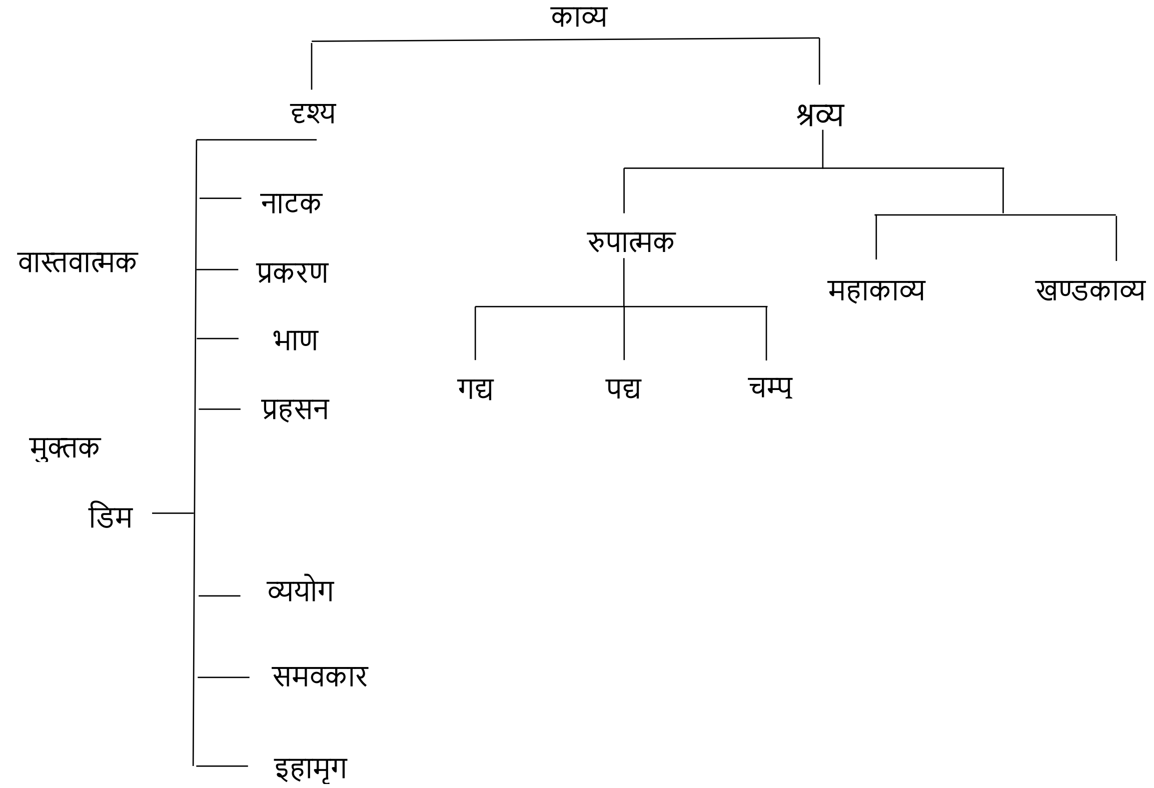

মহাকাব্যের স্বরূপ: দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে মহাকাব্যের শাস্ত্রীয় স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন-

১. মহাকাব্য- সর্গবদ্ধ হবে।
২. মহাকাব্যে প্রধান নায়ক একজনই হবেন, যিনি দেবতা হবেন অথবা ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন কোনো কুলীন ক্ষত্রিয় বংশজাত হবেন।
৩. শৃঙ্গার,করুণ, বীর কিংবা শান্ত রসের মধ্যে যেকোনো একটি রস মুখ্য রস হিসাবে প্রাধান্য পাবে। অন্যান্য রসগুলি গৌণ রস হিসাবে থাকবে।
৪. মহাকাব্যে বর্ণিত বিষয় কবি কল্পনা প্রসূত হবে, সেটা হবে কোনো প্রচীন আখ্যান অথবা কোনো ঐতিহাসিক বৃত্তান্তযুক্ত কাহিনী অথবা কোনো সজ্জন ব্যক্তির চরিত্র বর্ণন।
৫.প্রত্যেক সর্গে এক প্রকার ছন্দ থাকবে, আবার নাও থাকতে পারে বিভিন্ন ছন্দেও রচনা হতে পারে এছাড়া সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মহাকাব্যে কমপক্ষে আটটি সর্গ থাকবে। কিন্তু এর বেশিও ছন্দ থাকতে পারে। সর্গ খুব বেশি বড়ও হবে না আবার খুব ছোটোও হবে না।
৬. মহাকাব্যের মধ্যে সন্ধ্যা, সূর্যোদয়, চন্দ্রমা, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, শিকার, পর্বত, ঋতু, শহর, বন, সমুদ্র, যুদ্ধ, ভ্রমণ, উত্থান, বিজয়, জল, খেলাধূলা, বাগান, বিবাহ, আদি বিষয় উপযুক্ত স্থানে বর্ণনা করা উচিৎ।

৭. এর মূল লক্ষ্য ধর্ম ও ন্যায়ের বিজয় এবং অধর্ম ও অন্যায়ের বিনাশ হতে হতে, কোথাও দুষ্টের নিন্দা আর ভদ্রলোকের প্রশংসা করা উচিৎ। যেমন- বাল্মীকী রামায়ণে বর্ণনা আছে।

৮.মহাকাব্যে মঙ্গলাচরণ আশীর্বাদাত্মক, নমস্কারাত্মক অথবা বস্তুনির্দেশাত্মক হতে হবে।

উপরি উল্লিখিত মহাকাব্যগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত মহাকাব্যে অক্ষরে পালন করা কখনই সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষায় যে সময় অনেক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল,সেই সময় এই লক্ষণগুলি নির্ধারিত হয়েছিল। কারণ লক্ষণ গ্রন্থগুলি লক্ষ্য গ্রন্থ তৈরির পরেই পাঠ করা হয়। দণ্ডী অবশ্যই তার পূর্বসূরী বাল্মীকী, কালিদাস প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে মহাকাব্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এই লক্ষণগুলি উপস্থাপন করেছিলেন।

মহাকাব্যের বিশেষতা- সংস্কৃত সাহিত্য হল ভারতীয় সংস্কৃতির সাহিত্য। এটি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধ আদি রূপকে তার বিভিন্ন ঘরানার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। সংস্কৃতির দুটি স্তম্ভ হল ভোগ ও ত্যাগ। এটি কেবল চার্বাকী সংস্কৃতির মতোই ভোগপ্রবণ নয়, আবার শ্রমণ সংস্কৃতের মতো ত্যাগমুখীও নয়, ভোগ ও ত্যাগের সুসংহত সম্প্রীতি ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ' এই উপনিষদসূক্তির সারাংশ এবং সংক্ষেপে এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ফলস্বরূপ মূলত দুটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে- গৃহস্থাশ্রম, যার উদ্দেশ্য হল ভোগ এবং সন্ন্যাসাশ্রম, যার অর্থ ত্যাগ। কিন্তু এই প্রধান আশ্রমগুলোর নিষ্পত্তির জন্য তথা সিদ্ধির জন্য সাধনভূত আশ্রম প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম হল গৃহস্থ আশ্রমের আধ্যাত্মিক আশ্রম এবং বাণপ্রস্থ আশ্রম হল সন্ন্যাসের জন্য। সেজন্য ভারতে আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা আছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলবীজ আমরা বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ পাই। ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্ত (১০/১০) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের জন্ম হয়েছে। সুতরাং বৈদিক যুগে আশ্রম এক বা অন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

মহাকাব্যের লক্ষণ: মহাকাব্য জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রতিফলিত করার মতো এক কাব্য যা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা যেখানে কোন দেশ এবং বর্ণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্রমাগত সুরক্ষিত থাকে। তিনি সমাজের প্রধান উপস্থাপক সমগ্রতার স্তোত্র, মানবতার ঐশ্বরিক মর্যাদা। এমন এক শিখর কাব্যিক রূপ সৃষ্টি সাধারণ কবিদের সাধ্যের বাইরে। যিনি এইগুলি রূপদান করেন তিনি অসাধারণ প্রতিভা এবং কল্পনা শক্তির সম্পদ আচার্য আনন্দবর্ধনের সমীক্ষায় দেখা যায়-

'येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राःपञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते।। '(धन्यालोक पृष्ठा. 94)

এটা শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য নয় মহাকাব্য সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকেও একইভাবে অকট্য সত্য।

মহাকাব্যের সংজ্ঞা: মহাকাব্যের ক্রমবর্ধমান রূপের দিকে তাকালে এটিকে কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এই কারণেই বিভিন্ন যুগের কবিরা বিভিন্ন লক্ষণ করেছেন। তাই আমরা এখানে ভারতীয় সাহিত্যিকদের মতামত তথা আলোচনা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য মতামত ব্যক্ত করব। কারণ মহাকাব্যের বাহ্যিক অংশগুলো এবং অভ্যন্তরীণ লক্ষণ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে একটি সর্বোত্তম সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। মহাকাব্য রচনার নির্ধারক উপাদান হওয়ার পাশাপাশি এটি মহাকাব্য সমালোচনার মানদণ্ডও বটে।

মহাকাব্য প্রসঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ: মহাকাব্যের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য আচার্য ভামহ প্রদান করেছেন-

सर्गवन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्।
अग्राम्यशब्दमर्थञ्च सालंकारं सदाश्रयम्।।
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैश्च यत्।
पञ्चभिः सन्धिभिर्युक्तं नातिव्याख्येयमृद्धिमत्।।
चतुर्वर्गाभिधानेऽपि भूयसर्थोपदेशकृत्।
युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्।। (काव्यालंकारः 1/11-21)

অর্থাৎ

১.সর্গবন্ধ এবং আকৃতির দিক থেকে: সর্গবন্ধ এবং মহানতার দিক থেকে অর্থাৎ আকৃতিগত ভাবে মহাকাব্য হবে তুলনামূলক বৃহৎ।

২.নাটকের দৃষ্টিকোণ গত: মহান অর্থাৎ মহতাম্ ও সদাশ্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট চরিত্রের আশ্রয় হতে হবে।

৩.অভিব্যঞ্জনাগত দৃষ্টিতে: গ্রাম্য শব্দের অভাব তথা অর্থে পরিপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ, অলংকার তথা অসীম ব্যাখ্যা।

৪. বর্ণ্য বিচার গত: মন্ত্র, দূতপ্রেরণা,যুদ্ধ, অভিযান, ধন সম্পদের পূর্ণতা, ধর্মের চার প্রচেষ্টার সংজ্ঞা থাকলেও অর্থের গুরুত্ব থাকতে হবে এবং সামরিক আচরনের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত নয়।

৫. রচনাগত দৃষ্টিকোণ: রচনাগত দিক থেকে নাটকীয় সন্ধি পঞ্চক নিয়ে হাওয়া উচিৎ।

৬.রসগত দিক থেকে: সকল প্রকার রস অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিদ্যমান।

উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য ‘বিদ্যোওমাকালিদাসীয়’ মহাকাব্যে বিদ্যমান।

ভামহের পরে আচার্য দণ্ডির কাব্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, যার অর্থ মহাকাব্য সর্গে আবদ্ধ, মহাকাব্যের আরম্ভ আশীর্বাদ-নমস্কার অথবা বস্তুনির্দেশ দিয়ে হবে। মহাকাব্যর উৎস ইতিহাস উদ্ধৃত কোন প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মহাকাব্য সর্বদা আশ্রয় হয়ে থাকে। মহাকাব্য কথা উল্লেখ থাকবে। মহাকাব্যর নায়ক চতুর তথা উদাত্ত প্রকৃতির হওয়া উচিৎ। মহাকাব্য শহর, সমুদ্র, পর্বত,চন্দ্র, সূর্যোদয়, উদ্যান, জলক্রীড়া, মধুপান, বতোৎসব, বিলম্ব, বিবাহ, কুমারোদয়, সন্তানকামনা ইত্যাদি সহ অবশেষে নায়কের বিজয় প্রদর্শন প্রভৃতি মহাকাব্যের আলোচ্য বিষয়। মহাকাব্যটি অলংকার যুক্ত তথা আকৃতিতে তুলনামূলক বড় হওয়া প্রয়োজন। মহাকাব্যের অন্তর্গত রস ও ভাবের নিরন্তর মেলবন্ধন থাকা বাঞ্ছনীয় এবং শ্লোকের আকার যেন অতিদীর্ঘকায় না হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। নাটকীয় কথাবস্তু ছান্দিক হওয়া প্রয়োজন।

सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्।
आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्।।
इतिहासोकथोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्।
चतुर्वफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्।।
नगरार्णवशैलर्त्तुचन्द्रार्कोदयवर्णनैः।
उद्यानसलीलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः।।
विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदयवर्णनैः।
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैरपि।।
अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्।

सर्गैरनतिविस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः।।
सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्जकम्।
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृतिः।। (काव्यादर्श 14/19)

আচার্য দন্ডীর পর আচার্য রুদ্রট ও সাহিত্য দর্পণ কার আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্য বিষয়ে বলেছেন আচার্য রুদ্রদের মতে মহাকাব্য -

১. মহাকাব্য উৎপাদনশীল বা অনুৎপাদনশীল এক দীর্ঘ শ্লোক বা গল্পের আকৃতি হবে।
২. প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গল্প নিকৃষ্ট হলেও এতে পুরান বা কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত হবে বা কথা আখ্যায়িকা বর্ণিত হবে।
৩. মহাকাব্যের কাহিনী স্বর্গবদ্ধ তথা নাটকীয় তত্ত্বের ভূষিত হবে
৪. মহাকাব্যের কাহিনী কারোর জীবন প্রসঙ্গে বর্ণনা থাকবে কোন প্রধান যুদ্ধ বা দুঃসাহসিক কাজের বর্ণনা থাকবে এছাড়া কোন বড় ঘটনার আশ্রয়ে বিভিন্ন শহর দেশ এবং ভবনের বর্ণনা প্রকৃতির বিন্যাস তথা অলংকারের বর্ণনা থাকবে।
৫. মহাকাব্যের নায়ক সৎ বংশজাত ও সর্ব গুন সম্পন্ন মহান বীর সর্বশক্তিমান তথা স্বাস্থ্য কুশল রাজা হবে।
৬. মহাকাব্যের অন্তর্গত প্রতিনায়ক ও তার বংশের পরিচয় ও বর্ণনা থাকবে।
৭. মহাকাব্যে সর্বশেষে নায়কের বিজয়ের কথা বলা হয় সেখানে প্রতিনায়কের জয়লাভের কথা থাকে না।
৮. মহাকাব্যে কিছু মহৎ উদ্দেশ্য থাকে যেমন চতুরবর্গ ফলপ্রাপ্তি তার সাথে সাথে কাব্যের অন্তর্গত সমস্ত রসের প্রাধান্য লাভ।
৯. মহাকাব্যের প্রারম্ভে নায়কের বংশের বর্ণনা তথা জন্মস্থানের উল্লেখ থাকবে।
১০ মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অতিপ্রাকৃত এবং খুব প্রাকৃতিক উপাদান থাকবে কিন্তু এতে মানবসৃষ্ট অসম্ভব বা অফ প্রাকৃতিক ঘটনা থাকবে না।

আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

सर्गोबन्धो महाकाव्यं तत्तैको नायकः सुरः।
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः।
एकवंशभवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा।।
शृंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्सते।
अंगानि सर्वेऽपि रसाः, सर्वे नाटकसन्धयः।।
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्।
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्।।
आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा।
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्।।
एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः।
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह।।
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते।
सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्।। (सा.द. 6/315-321)

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাকাব্য: কিছু প্রধান পাশ্চাত্য সমালোচকদের মহাকাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া হল। এদের মধ্যে এরিষ্টটল বলেছেন সমস্ত কাব্য ও শিল্পের অনুকরণ। তিনি তাঁর মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখতে গিয়ে বলেছেন-

একটি মহাকাব্যের বিষয়বস্তু একটি দুঃখজনক কিংবা সুখাদায়ক ঘটনার মতো এবং একটি ঘটনা রয়েছে যেখানে শুরু, মধ্য ও শেষের বিকাশ ঘটে। এটি একটি জীবের মতোই সম্পূর্ণ এবং যথাযথ আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।এটি কিন্তু ইতিহাসে নয় যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের ঘটনার গল্প রয়েছে তবে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে নির্বাচিত হতে পারে। সেখানে জীবনের বিভিন্ন চিত্র এবং প্রাসঙ্গিক গল্প এতে সুপরিকল্পিত। মহাকাব্যে অতি প্রাকৃত এবং লৌকিক উপাদান রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে স্বয়ং সক্রিয় ঘটনা বজায় রাখা প্রয়োজন মহাকাব্যে প্রযোজ্য ভাষা এবং শৈলীতে গম্ভীরতা ও উদারতার প্রত্যাশিত।

লর্ড লেন্স মহাকাব্যের উচ্চ শৈলীতে বিরত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা বিবেচনা করেছেন।

লবসের মতে মহাকাব্য প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার রূপক শৈলীর একটি কাব্যিক রূপ।

হবস এর মতে মহাকাব্য একটি বিরক্তপূর্ণ আখ্যান কাব্য।

ডব্লিউ বেকারের মতে মহাকাব্যে চরিত্রণ স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ তাই তাদের বিভিন্ন ধারায় ও সমস্যার চিত্রায়নের জন্য মহাকাব্যে বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য ও গুণাবলীর চিত্রায়ন ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এইভাবে সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড জীবনের ঘটনা তে রূপ নেয়। একটি মহাকাব্যের সাফল্য নির্ভর করে কোভিদ কল্পনাশক্তি ও চিত্রশক্তির ওপর। কিছু মাহাকাব্যের বিষয়বস্তু নাটকীয় গুণাবলীতে সজ্জিত না হলেও এবং নায়কের গুরুত্ব না থাকলেও এই জাতীয় বিষয়ের বিশেষ গর্ব রয়েছে যার জন্য মহাকাব্য গুলি গ্রহণ করা হয়।

একর লোমবি বলেছেন যে কোন একটি কাব্য বড় আকারের হওয়ার কারণে মহাকাব্য হয়ে ওঠে না। যখন তার শৈলীটি একটি মহাকাব্যের শৈলী হয় তবেই সেই মহাকাব্যটি গ্রহণ করা হবে এবং শৈলিটি কবির কল্পনা আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সী.এস ভাব্রা, মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে মহাকাব্য হলো একটি বৃহৎ আখ্যানমূলক কাব্যিক রূপ যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদা পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করা হয় এবং এতে কিছু ব্যক্তির সক্রিয় এবং ভয়ংকর ক্রিয়া-কলাপে পূর্ণ মর্যাদা পূর্ণ ঘটনার চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। আমরা এর অধ্যয়নে এক বিশেষ ধরনের আনন্দ পায় কারণ ঘটনা ও চরিত্র আমাদের মধ্যে মানুষের মহত্ব গৌরব অর্জনের প্রতি দীর্ঘ মনোভাব তৈরি করে।

ভলতেয়ার অভিমত পোষণ করেন যে, এমন কাব্যগ্রন্থ গুলি মহাকাব্য হওয়ার অধিকারী যেখানে কিছু মহান ঘটনার বর্ণনা বিদ্যমান এবং যাকে সমাজ কার্যত একটি মহাকাব্য হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করে। এর ঘটনাটি সাধারণ হোক বা এর নায়ক সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান, এটির একজন নায়ক বা বহু ইত্যাদি হতে হবে।

ভলতেয়ারের মতে মহাকাব্য এমন কিছু গুণ রয়েছে যা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কিন্তু সমাজ তার সহজাত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয় একটি কাব্যের মহাকাব্য প্রচলিত প্রথার কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের গ্রহণের উপর ভিত্তি করে নয় বরং সমাজের গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে যার জন্য ভলতেয়ার একটি শর্ত হলো মহাকাব্যের ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদা পূর্ণ হবে। অতএব তিনি প্রমাণ করেছেন যে মহাকাব্যের রূপ সংকীর্ণ মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা যায় না।

মেকলিন লিক্সন এর মতে মহাকাব্যের একটি নির্দিষ্ট রূপ থাকলেও তা সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ধ্রুপদী মহাকাব্যের নিয়ম হল এতে কাল্পনিক এবং অবিশ্বাস্য বিষয়ের উপাদান থাকা উচিত নয়। এই নিয়মগুলো যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয় তাহলে অনেক বড় কবির রচনা কে মহাকাব্যের লাইন থেকে বের করে নিতে হবে।[6]

উপরে উল্লিখিত পাশ্চাত্য প্রভুদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মহাকাব্যের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. মহাকাব্য একটি প্রস্তাবনা ভিত্তিক রচনা এটির বিষয়বস্তু প্রথিত যশা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশাল হতে হবে।
২. নায়ক সাহসী মহৎ এবং বিজয়ী হওয়া উচিত। সমগ্র জাতির যে তিনি আকাঙ্খার প্রতিনিধি তাই তার বিজয় প্রদর্শন করা প্রয়োজন।
৩. অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক শক্তির পরিকল্পনা হয়ে মহাকাব্য মানব অভিজ্ঞতা এবং সাধারনতা প্রকাশ করতে পারে তবে তাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা অপরিহার্য।
৪. মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান এর সাথে সমন্বিত থাকে, তাই এর গতি ধীর তবুও এর আখ্যান প্রবাহে অভিন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন।
৫. মহাকাব্যের ভাষা শৈলী, গৌরবময় এবং মহিমান্বিত। মূলত এক ছন্দেই রচনা হয়ে থাকে এছাড়াও বিভিন্ন স্বর্গ বিভিন্ন ছন্দে রচনা হয়ে থাকতে পারে।

ভারতীয় কাব্য লক্ষণ এর পর্যালোচনা: উপর্যুক্ত উপসর্গের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রায় পরবর্তী আচার্যদের সংজ্ঞা কে এক ভাবে প্রসারিত করেছেন। মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌলিক উপাদান সহ সূত্রের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং উপযুক্ত লক্ষণটি কেবল ভামহ প্রদান করেছেন যদিও বিশদভাবে বলা হয়েছে সম্ভবত ডা. শম্ভুনাথ সিং আচার্য রূদ্রটের সংজ্ঞা কে সর্বোত্তম বলে মনে করেছেন। কৃতপক্ষে লক্ষণের বিস্তৃতি যা পরে দৃশ্যমান হয় তা মহাকাব্যের মৌলিক ও অপরিহার্য লক্ষণ নয়, বরং এর বাহ্যিক বৃদ্ধি একটি বাহ্যিক লক্ষণ। স্থুল নিয়মে আবদ্ধ থাকার কারণে মহাকাব্যের মূল উপাদান গুলি কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং গৌণ উপাদান গুলি প্রাধান্য পায়। ভামহের মতে 'মাহাত্ম্য' ছিল মহান চরিত্রের সূচনা যা দন্ডির 'চতুরপট্টনায়কম্' এবং রুদ্রটের থেকে জানা যায়-

কুর্বন্তি তদনু তস্যাং নায়কবংশ প্রশংসা চ।
তত্র ত্রিবর্গগসক্তং সমিদ্ধশক্তিত্রয়ং চ সর্বগুণম্।।
রসসমস্তবৃত্তি বিজিগীষু নায়কং ন্যসত্।
বিধিবত্ পরিপলযতঃ সফলং রাজ্যং চ রাজবৃত্তং চ।।[7]

নায়ক প্রসঙ্গে সম্প্রসারণ অবশ্যই অর্জিত হয়েছিল কিন্তু মহাকাব্যের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তার জায়গায় অলৌকিকতার প্রাধান্য লাভ করে মনে হয় আচার্য ভামহের 'অগ্রাম্য, শব্দার্থ চ সালংকার সদাশ্রমং'

থেকে মানুষ এটাকে ধরে নিয়েছিল যে অলংকরণ একটি মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি আমরা গভীরভাবে মনোযোগ দিই তাহলে বোঝা যায় যে ভ্রাম্য তত্ত্বের কথা বলেছিলেন। দন্ডী রুদ্রট বিশ্বনাথ প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলিকে অতিমাত্রায় বিশদ বিবরণ দেয় তা থেকে নির্বাচিত লক্ষণ গুলিকে আরোও জটিল করে

---

[6] গৌতম, শিবচরণ. শ্রীকৃষণচরিতামৃতম্ মহাকাব্য কা অনুশীলন(দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ. 27-29)
[7] কাব্যালংকার (ভূমিকা) পৃ. ২৪-২৫

তুলেছিলেন। কাব্যের শুরুতে নমস্কার ও বস্তু নির্দেশ মাঝখানে উদ্যান সলিল ক্রীড়া মধুবনোৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে। যতদূর মহাকাব্যের আকার সম্পর্কিত ভামহ কোনো সীমা না করে শুধুমাত্র 'মহৎ' এর ব্যবহার করেছেন। পরে বিশ্বনাথ এই গুরুত্বের নিম্ন সীমা নির্ধারণ করেন যে মহাকাব্যের স্বর্গ সংখ্যা আটটির কম হবে না, তবে এর বেশি হতেও পারে তবে সেটা নির্ধারিত নেই। এছাড়া মহাকাব্যের আয়তনের প্রসঙ্গে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় মহাকাব্যের নিম্ন সীমাবদ্ধতা করার ফলে সর্ব সংখ্যা কম রেখে যদি শ্লোক সংখ্যা বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যেমন 'নৈষধচরিতম্' মহাকাব্যে সর্গ সংখ্যা ২২ কিন্তু প্রত্যেক সর্গ 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এইভাবে সংখ্যাটি ২২ হলেও ফলাফলটি ৪৪ স্বর্গের সমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রামহের গুরুত্ব অনেক বেশি প্রশংসনীয়।

এমনকি নায়কের সম্পর্কেও ভামহ বলেননি যে, নায়ক কোন দেবতা বা মানব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হতে হবে। তিনি শুধু বলেছেন মহাকাব্যের চরিত্র হবে মহৎ ও সত্য। এই দুই বিশেষণে তিনি নায়ক সম্পর্কিত সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছেন। তাই বিশ্বনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে নায়ক যদি দেবতা বা ক্ষত্রিয় বংশীয় হন তাহলে 'শাহুর দিগ্বিজয়' 'দিল্লি মহোৎসব' 'নেহেরুচরিতম্' 'গান্ধীচরিতম্' 'তেলেনিচরিতম্' এবং 'ইন্দিরাগান্ধীচরিতম্' ইত্যাদি মহাকাব্য গুলি মহাকাব্যের শ্রেণীতে আসতে পারতো না। কারণ এগুলিতে নায়ক কেউই দেবতা বা ক্ষত্রিয় নয় তাই এক্ষেত্রে ভামহের মহৎ ও সতের প্রসঙ্গটি বেশি ফলপ্রসু হয়েছে।

'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব –

'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যের সাহিত্যিক বিবেচন থেকে এটা স্পষ্ট যে মহাকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে দৃশ্যমান। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্যর যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এই মহাকাব্যে সেগুলি যথাযথ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল –

১. সর্গবদ্ধতা: 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব বিচার সর্গের দিক থেকে করলে দেখা যায় কবি ২১ টি সর্গে রচনা করেছেন। এই মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গে সর্বনিম্ন ৩০ টি এবং সর্বাধিক ১০০ টির মধ্যে শ্লোক রয়েছে, যা একটি মহাকাব্যের জন্য অপরিহার্য গুণ বলে পরিগণিত হয়।

২. নায়কত্ব:

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः।
स्थिरो निगूढाऽङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः।। (দশরূপক 2/4)
अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरः महासत्तवः।
स्थेयान् निगूढमानो धूरोदात्तो दृढव्रतः कथितः।। (সা.দ. 3/37)

মহাকাব্যের নায়কের ধীরোদাত্ত গুণ যুক্ত তথা ঐশ্বরিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হবেন বলে আশা করা হয়। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যে নায়ক হলেন কালিদাস স্বয়ং। এখানে আচার্য ভামহের নায়ক প্রসঙ্গ বৈশিষ্ট্যটি বেশি ফলপ্রসু হয়েছে। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যে কালিদাস প্রসঙ্গে বর্ণিত বিবরণ দ্বারা বোঝা যায় প্রথম জীবনে নায়ক কালিদাসের মূঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পায়।

भैरवनाथः - अये करोषा किमेतद् भद्र!
मूर्खो युवा - तत्र लोकसे यदहं कुर्वे।
भैरवनाथः - पश्यामि त्वां यामारुढ -
स्तां खण्डयसि मूलतः शाखाम्।। 20।।
किं मूर्खोऽसि ? शाखाया सार्धं भूमाविच्छसि पतितुं वत्स!

मूर्खो युवा - मूर्खं मां कथयसि ? मूर्खोऽस्मि तवाऽनेन किं ? याहि निजगृहम्।। 21।।
भैरवनाथः - निपत न निपत न, विरम, न खण्डय पतसि कथं शाखयैव सार्धम् ?
मूर्खो युवा - कथं निषेधसि काष्ठखण्डनाद् ? इन्धनाय खण्डनं करोमि।। 22।।[8]

কিন্তু পরে কালিদাসের প্রতিভা, বিদ্যার্জন তথা তার জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁর মহানতার পরিচয় পেয়ে থাকি।

सुशीला - ध्यानेन वाक्यं शृणु राजपुत्रि! स कालिदासः कविरस्ति मान्यः।
चारुणि काव्यानि भवन्ति तस्य, ख्यातिश्च जाता कविगोष्ठिकासु।। 2।।
शुश्रुषसे राजकुमारि! किं त्वं,
चेतोहरास्तत्कविता मनोज्ञाः।[9]

অর্থাৎ মহাকাব্যে নায়কের ধীরোদাত্ত গুনাবলির পরিচয় পেয়ে থাকি।

৩.রসের প্রধানতা: মহাকাব্যের লক্ষণে বীর, শৃঙ্গার, করুণ এবং শান্ত রসের মধ্যে যে কোন একটি অঙ্গীরস হিসেবে প্রাধান্য পায়। বাকি অন্যান্য রস গৌণ রস হিসেবে থাকে। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য সর্বোৎকৃষ্টভাবে পেয়েছে। এখানে শৃঙ্গার রসের প্রয়োগের ফলে মহাকাব্যে মহাকাব্যত্বের গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে। মুখ্য রস তথা শৃঙ্গার রস প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ-

कवि- तस्मिन्नृतुकाले समागते राजा राज्ञीं समाययौ सः।
पृष्ठा सा सस्मिता गृहीता शयनं तेन विनीता नीता।। 1।।
काशिराज- ऋतुं गतासि प्रिये! शारदे! पुरय मम कामं कामं त्वम्।
यद्धृयपत्यधनवत्सु जनेषु विमान्योऽपि मान्योऽपि भवेयम्।। 2।।
राज्ञीशारदा- भोग्यो नायं कालः, कालः सूर्यातापेन मनसः शान्ते।
कार्योऽभोग्यो भोग्यः समयो येन भवेयं प्रकामकामा।। 3।।
अधुना वनविहारमिच्छति मे मनो मां नय गङ्गातीरम्।
समीहते मे यत्र शरीरं समालिङ्गितुं शीतसमीरम्।। 4।।
तत्र लतामण्डपेऽपि कस्मिन् शीतच्छाये पुष्पितशयने।
सकाममाह्लादय निजकाममाद्रियमाणः प्रिय! मम कामम्।। 5।।[10]

এছাড়া অন্যান্য শ্লোকে বাকি গৌণরসের প্রদুর্ভাব দেখা যায়।

৪.বিষয়বস্তুর নিরীখে: সাহিত্য দর্পণে মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর তথা আলোচ্য কথানক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মহাকাব্যে বর্ণিত বিষয় যেন কোন কবি কল্পিত তথা কল্পনার ভিত্তিতে না হয়ে তা কোনো প্রচীন কিংবদন্তির বা ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। এছাড়া কাব্যে কারোর ব্যক্তিগত জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়' মহাকাব্যে কাশিরাজ শারদানন্দের কন্যা বিদ্যোত্তমা ও কালিদাসের জীবন বৃত্তান্ত তথা প্রেম প্রণয় কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কালিদাস ও বিদ্যোত্তমার দাম্পত্য প্রেমের বর্ণনা রয়েছে এছাড়া পরবর্তীতে তাদের বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ দেখা যায়। গ্রন্থ শেষে আবার তাদের মধুর প্রেম মিলন দেখা যায়। ২১ টি সর্গে কবি মহাকাব্যটি সমাপ্ত করেছেন।

---
[8] विद्योत्तमाकालिदासीयम् (महाकाव्यम्) - षष्ठः सर्गः-पृ.26
[9] विद्योत्तमाकालिदासीयम् (महाकाव्यम्), 14/2
[10] विद्योत्तमाकालिदासीयम् (महाकाव्यम्), 2/1-5

সম্পূর্ণ মহাকাব্যের প্রথম দিকে বিদ্যোত্তমার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে তাঁর বিবাহ অবধি কাহীনি বর্ণিত রয়েছে। মূর্খ কালিদাসের মূর্খতা থাকা সত্ত্বেও গুরু শিবনাথের কৃপায় মৌন শাস্ত্রে পরাজিত করে বিদ্যোত্তমাকে বিবাহ করেন। যদিও পরবর্তীতে দাম্পত্য অশান্তি তথা তার মূর্খতার জন্য বিদ্যোত্তমা তাঁকে ত্যাগ করেন, কিন্ত পরবর্তীতে কালিদাস সাহিত্যিক হওয়ার পর তাদের আবার মিলন হয়ে থাকে। শৃঙ্গার রসের আধারে রচিত এই মহাকাব্যটি সর্বজন সমাদৃত এক আধুনিক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত মহাকাব্যের স্থান পেয়েছে।

৫. প্রকৃতি সৌন্দর্য নিরুপন: মহাকাব্যের লক্ষণে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে সাথে সন্ধ্যা, সূর্যোদয়, প্রাতঃকাল, পর্বত, ঋতু, বন, সমুদ্র, বিজয়, ক্রীড়া, উদ্যান, বিহার প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে বর্ণনার প্রসঙ্গ দেখা যায়। এখানে প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয় –
কবিঃ -

इत्थं स ते सह बभ्राम देशं यस्मात्तदीया जजागार बुद्धिः।। 4।।
भ्रमणे सरयुतीरे सोऽयोध्यां रामजन्मदाम्।
ततो गङ्गानदीकुले प्रयागं यज्ञसंकुलम्।।5।।
कान्यकुब्जं प्रदेशं च पाञ्चालं हस्तिनापुरम्।
द्वैतवनं कनखलं ततश्च तं हिमालयम्।।6।।
ततश्च क्रौञ्चरन्ध्रं तत् कैलासं मानसं ततः।
अलकां च ततो गत्वा निवृत्य क्रमशस्ततः।।7।।
ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं ततश्चर्मण्वतीं नदीम्।
ततो विन्ध्याचलं तस्माद् मध्यस्थनगरणि च।।8।।
ततो दशपुरं तस्मादग्रे देवगिरिं ततः।
गम्भीरां गन्धवतीं च निर्विन्ध्यां सिन्धुनिम्नगाम्।।9।।
अवन्तीषुज्जयिनीं च क्षिप्रातीरे त्ववस्थिताम्।
विदिशां वेत्रवतीस्थां दशार्णं च ततो वनम्।।10।।
रैवतीं चाभ्रकूटं च गत्वा रामगिरिं ययौ।
ददर्शैतैः समं स्थानै र्दश्यानि प्रकृते र्दशा।।11।।[11]

৬.মহাকাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর নিরীখে: কাব্যদর্শে উল্লিখিত মহাকাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য হল ধর্ম ও ন্যায়ের জয় এবং অধর্ম ও অন্যায়ের বিনাশ। 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়ম্' মহাকাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, কাশিরাজ কন্যা বিদ্যোত্তমাকে বিবাহ করার জন্য তাঁকে শাস্ত্রবিদ্যায় পরাজিত করতে হবে এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্ত রাজসভায় আগত সকল পণ্ডিত তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন এবং অবশেষে গুরু শিবনাথের ছলনায় মূর্খ কালিদাসকে পতি নির্বাচন করে গুরু শিবনাথ কাশীরাজ কন্যা বিদ্যোত্তমাকে মৌনশাস্ত্রে পরাজিত করে বিবাহ সুসম্পন্ন করেন।

পরবর্তীতে যখন বিদ্যোত্তমা কালিদাসের মূর্খতা বুঝতে পারেন এবং তাকে ত্যাগ করেন। তারপর অভিমানি কালিদাস গুরুকুলে গিয়ে গুরুর আদেশ মতো শিক্ষা লাভ করেন। সর্বোপরি দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ ধন্যা হয়ে বিদ্যান হয়ে ওঠেন। এরপর পরে দেখা যায় কালিদাস তাঁর পত্নীকে ত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। এই ভাবে এই মহাকাব্যে বিদ্যোত্তমার অহংকার চূর্ণ হয়েছে।

[11] विद्योत्तमाकालिदासीय. द्वादशः सर्गः (कालिदासस्य पत्नीं प्राप्तुं प्रयत्नः)

এছাড়া মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ নমস্কারাত্মক বৈশিষ্ট্যে সূচনা হয়েছে। এই সমস্ত বিশেষতার দ্বারা 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়ম্' পূর্ণতা পেয়েছে। মঙ্গলাচরণে ভগবান শিবের আরাধনা করা হয়েছে। মহাকাব্যটি যেহেতু বিবাহ প্রণয় আবার বিচ্ছেদ আবার পূর্ণর্মিলন হয়েছে তাই ভগবান শিবের আরাধনা করা হয়েছে।

যস্যাऽষ্টৌ মূর্তয়ঃ খ্যাতাঃ, স সমর্থঃ শিবো বিভুঃ।
প্রসারয়তু লোকেষু, কবীনামমৃতং যশঃ।।1।।[12]

আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্য প্রমুখ: আধুনিক যুগে শত শত সংস্কৃত মহাকাব্য রচিত হয়েছে, যাতে অর্বাচীন ও প্রাচীন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই যুগের কবিরা বিষয়ে ও আগ্রহের দিক থেকে নতুন অনুপ্রেরণা তৈরি করেছেন এবং এর জন্য পৌরাণিক চরিত্রের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। এখানে কিছু আধুনিক ত্রয়োদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত প্রধান কিছু পৌরাণিক আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্যের নাম উল্লেখ করা হল-

১. নরনারায়ণানন্দ
২. যাদবাভ্যুদয়
৩. রঘুনাথচরিত
৪. রাঘবীয়
৫. উত্তরনৈষধম্
৬. যাদব রাঘব পাণ্ডবীয়
৭. বাসুদেবচরিত
৮. দেবীমাহাত্ম
৯. রামবিজয়
১০.ঝাঁসিশ্বরীচরিতম্
১১. বাসুদেববিজয়
১২. সুরেন্দ্রচরিতম্
১৩. সতীপরিণয়ম্

উপসংহার: সংস্কৃত মহাকাব্যত্বের ঐতিহ্যের ধারায় এবং বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয় মহাকাব্যের পরীক্ষা পরিশীলনের দ্বারা স্পষ্ট যে, সংস্কৃত মহাকাব্য এবং কাব্যিক ঐতিহ্যের একটি অতি প্রাচীন এবং বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। আদিম বেদ, পুরাণ, রামায়ণাদি কাহিনী অবলম্বনে অনেক মহাকাব্য রচিত হয়েছে। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় কবিদের মধ্যে শ্রীবৃদ্ধির পরবর্তী লেখকরাও সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু ১২ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের তেমন কোনো বিশেষ বিকাশ ও সৃষ্টি হয়নি। তাই এই সময়কালকে সংস্কৃতের অবক্ষয় কাল বলা হয়। এই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ উন্নতি হয়নি। উনিশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হচ্ছে। এই সময় বহু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন তাদের লেখনির মাধ্যমে।

এই সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট কবি পণ্ডিত হলেন আচার্য রামকিশোর মিশ্র। তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মিলিয়ে ৩৬ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় মহাকাব্য হল এই 'বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়ম্'(মহাকাব্যম্)। এটি ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই মহাকাব্যটি

[12] विद्योत्तमाकालिदासीयम्, प्रथमः सर्गः (सन्ततिकामना)

আধুনিক সামাজিক মহাকাব্য পরম্পরায় মহাকবি কালিদাস ও বিদ্যোত্তমার দাম্পত্য জীবনিমূলক মহাকাব্য। এখানে কালিদাস ও কাশীরাজ শরদানন্দের কন্যা বিদ্যোত্তমার প্রণয় কাহিনী তথা দাম্পত্য প্রেমের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাকাব্যে নায়িকা বিদ্যোত্তমার জন্মবৃত্তান্ত থকে তার বিবাহ কাল অবধি বর্ণনা রয়েছে। এখানে ২১ সর্গে এই মহকাব্যটি বিন্যস্ত রয়েছে। এতে কবি মুখ্যরস শৃঙ্গার রসের পাশাপাশি অন্যান্য রসের গৌণভাবে প্রয়োগ করে সর্গগুলিতে কৌতুহল সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্য অনুসারে ভাষাশৈলি এবং আবেগ পরিকল্পনা সুন্দরভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। এই প্রকার সকল গুণ যুক্ত হয়ে ‘বিদ্যোত্তমাকালিদাসীয়ম্’ মহাকাব্যটি আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মহাকাব্যের অধ্যয়নের নিরীখে বোঝা যায় যে, নায়ক কালিদাস ও নায়িকা বিদ্যোত্তমার সংবাদে যে মৌলিকত্ব পাওয়া যায় তা হল কবি আচার্য রামকিশোর মিশ্র কালিদাসকে প্রথমে যে মূর্খ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তারপর কান্তাসম্মিত উপদেশের দ্বারা তিনি বিদ্যা লাভ করেছেন। বিদ্যা লাভের পর তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বে মহাকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কবির বর্ণনায় উনার কাব্যের দ্বারা সমস্ত জগত তথা আধুনিক সমাজ আজও প্রভাবিত হয়ে চলেছে। এই মহাকাব্য বিদ্যোত্তমা ও কালিদাসের সুন্দর কথপোকথনের মাধ্যমে সামাজিক মানুষ তথা জগৎ সংসার অনেক অমূল্য কান্তা সম্মিত উপদেশ লাভ করে থাকে।

মূলগ্রন্থ:

1. मिश्र, आचार्य रामकिशोर. विद्योत्तमाकालिदासीयम्(महाकाव्यम्). उ.प्र. 2006

সহায়ক গ্রন্থ:

1. आचार्य विश्वेश्वर . काव्यप्रकाश: मेरठ. साहित्य भाण्डार सुभाष बाजार.1965.
2. तिवारी, रामानन्द. काव्य का स्वरूप: भरतपुर, भारती मन्दिर.
3. ठाकुर, गोविन्द सम्पादक। काव्यप्रकाश: मुम्बाइ. नि.सं. प्रकाशन. 1933
4. उपाध्याय, वलदेभ. संस्कृत साहित्य का इतिहास: वाराणसी. चौखाम्बा प्रकाशन.
5. शास्त्री, मङ्गलदेव. संस्कृत साहित्य का इतिहास: मोतिलाल बानारसीदास पाब्लिकेशन.
6. राय, विनय कुमार. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास: वाराणसी. चौखाम्बा प्राकाशन
7. पाण्डे, एस.एन. एवं श्रीकान्त पाण्डे . संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास: मेरठ. साहित्य भाण्डार पाब्लिकेशन.
8. शर्मा, रामानन्द. काव्यालंकार: वारानसी, चौखाम्वा संस्कृत सीरीज आफिस.
9. शास्त्री, रमाशंकर. काव्यालंकार: माद्रास. द्या श्री वालमनोरमा प्रेस. 1956
10. त्रिपाठी, कमलापति. साहित्य दर्पण: वाराणसी. चौखाम्वा विद्या भवन. 1957
11. मिश्र, रामचन्द्र. काव्यदर्श: वाराणसी. चौखम्वा विद्याभवन. 221001
12. मिश्र, श्री राधेश्याम.वक्रोक्तिजीवितम्: वाराणसी. चौखाम्वा संस्कृत संस्थान. 2001
13. मिश्र, मधुसूदन. काव्यमीमांसा: वाराणसी, चौखाम्वा संस्कृत सीरिज अफिस. 1934
14. আচার্য, সীতানাথ. দশরূপক : কলকাতা. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.২০১৬।
15. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. ধ্বন্যালোক : কলকাতা. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৬।
16. शर्मा, देवेन्द्रनाथ. काव्य का तत्त्व: इलाहाबाद. लोकभारती प्रकाशन. 2013. हिन्दि
17. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. সাহিত্য দর্পণ : কলকাতা. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৬।
18. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ও তত্ত্ব সমীক্ষা: কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ডিসেম্বর, ২০১২।

গৌণ সহায়ক গ্রন্থসূচী:

1. गौतम, शिवचरण. श्रीकृषणचरितामृतम् महाकाव्य का अनुशीलन: वाराणसी. महात्मा गांन्धी काशी विद्यापीठ. 2008.